ডিজিটাল বাংলাদেশ
Digital Bangladesh

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা - ১০০০।
সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ

স্মারক নম্বর: ১৪.৩২.০০০০.৬০০.৪৩.০০৫.২১.৪৩৪

তারিখ: ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮
৩০ মে ২০২১

বিষয়: এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তির নির্দেশিকা

সূত্র: ২৫২ তম কমিশন সভার কার্যপত্র স্মারক নং-১৪.৩২.০০০০.১১১.০১.২৩২.২১.২৩; তারিখঃ ২৪/০৫/২০২১ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ এর প্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, "এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তির নির্দেশিকা" জারি করা হলো।

সংযুক্তি-"এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তির নির্দেশিকা"- (১৫) পাতা।

৩০-৫-২০২১
সাজেদা পারভীন
পরিচালক

উপ-পরিচালক
সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা - ১০০০

স্মারক নং-১৪.৩২.০০০০.৬০০.৪৩.০০৫.২১.৪৩৪ তারিখঃ ৩০/০৫/২০২১

এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তির নির্দেশিকা

সূচিপত্র

১।	এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তি'র নির্দেশিকা	৩-১১
২।	পরিশিষ্ট – কঃ আবেদন ফরম	১২
৩।	পরিশিষ্ট – খঃ আবেদন সংশ্লিষ্ট দলিলাদি	১৩
৪।	পরিশিষ্ট – গঃ এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট এর নমুনা	১৪
৫।	পরিশিষ্ট – ঘঃ হলফনামা	১৫

১। ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে A2P এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (এসএমএস এগ্রিগেটর) এর তালিকাভুক্তকরণ এর জন্য নির্দেশিকাটি প্রকাশিত হলো।

২। উদ্দেশ্যঃ

এই নির্দেশিকার মাধ্যমে A2P এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তকরণের আওতায় নিয়ে আসাই সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। তালিকাভুক্তি ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সামগ্রিক ধারণার পাশাপাশি যোগ্য প্রতিষ্ঠান আবেদনের মাধ্যমে A2P এসএমএস সেবা প্রদানের অনুমোদন গ্রহণ করে বাংলাদেশে নিবন্ধিত যেকোন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে এসএমএস সেবা প্রদান করতে পারবে।

এই তালিকাভুক্তকরণের উদ্দেশ্যঃ

২.১। A2P এসএমএস সেবা প্রদানে একটি আইনী ও নিয়ন্ত্রক ধারণা প্রদান।

২.২। নিরাপদ, উপযোগী, দক্ষ, সর্বব্যাপী এবং সাশ্রয়ী A2P এসএমএস সেবার সুবিধা নিশ্চিত করা।

২.৩। তালিকাভুক্তকরণের মাধ্যমে A2P এসএমএস সেবার খাতকে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর আওতায় নিয়ে আসা, যার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যত সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমুহ সঠিক নির্দেশনার আওতায় টেলিযোগাযোগ আইনানুযায়ী সেবা প্রদান করতে পারে।

২.৪। সুষম প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একটি ভারসাম্য নিয়ে আসা, যাতে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সক্ষমতা অর্জন হয় এবং পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এসএমএস/ওটিপি সেবা প্রদান করতে পারে।

৩। সংজ্ঞাঃ

ক) এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএসঃ এপ্লিকেশন টু পারসন, মোবাইল/সিস্টেম জেনারেটেড এসএমএস পাঠানোর প্রক্রিয়া। A2P এসএমএস কোনো মোবাইল ডিভাইস (হ্যান্ডসেট, ট্যাব, সিম বক্স ইত্যাদি) ও সিম কার্ড দ্বারা উৎসারিত হয়না। A2P এসএমএস টেক্সট রূপে হয়ে থাকে। ট্রাঞ্জেকশন এবং বিপনন এর জন্য ওয়ান-ওয়ে এসএমএস, OTP, পিন কোড, ইত্যাদি A2P এসএমএস এর অন্তর্ভুক্ত। A2P এসএমএস আলফা সেন্ডার-আইডি/ মাস্কিং, নিউমেরিক সেন্ডার-আইডি / নন-মাস্কিং (ভার্চুয়াল মোবাইল নাম্বার), শর্ট কোড ইত্যাদি দ্বারা গ্রাহকের কাছে পৌঁছে থাকে।

খ) এসএমএস এগ্রিগেটরঃ এটি একটি এসএমএস সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/গ্রাহককে এসএমএস (টেক্সট) সেবা এএনএস অপারেটর (মোবাইল, আইপিটিএসপি ও পিএসটিএন) এর পক্ষ থেকে প্রদান করে থাকে। এগ্রিগেটরসমূহ এএনএস অপারেটরের হোলসেলার হিসেবে কাজ করে থাকে এবং অপারেটর ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়।

গ) প্রমোশনাল এসএমএসঃ কোনো ব্র্যান্ড বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সিস্টেম জেনারেটেড এসএমএস (টেক্সট) গ্রাহকের প্রতি পাঠানো হয়। এই এসএমএস এর মাধ্যমে ব্র্যান্ডের বিপণন, সেবা, মূল্যহ্রাস জাতীয় তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

ঘ) ট্র্যানজেকশনাল এসএমএসঃ স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম জেনারেটেড টেক্সট এবং ভয়েস এসএমএস যা গ্রাহককে তখনই পাঠানো হয় যখন গ্রাহক কোনো ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়। এই এসএমএস এর মাধ্যমে গ্রাহককে যেকোন লেনদেন, স্থানান্তর নিশ্চিতকরণ, এককালীন পাসওয়ার্ড ইত্যাদি প্রদান করা হয়ে থাকে।

ঙ) নোটিফিকেশনাল এসএমএসঃ স্বয়ংক্রিয় ও সক্রিয়ভাবে গ্রাহককে একাউন্ট এর ক্রিয়াকলাপ, ক্রয় নিশ্চিতকরণ ও স্থানান্তর প্রজ্ঞাপন প্রদান করা হয়ে থাকে।

চ) ওয়ান-ওয়ে এসএমএসঃ স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম জেনারেটেড টেক্সট বা এসএমএস যা গ্রাহককে প্রদান করা হয়। প্রমোশনাল বা ট্রানজেকশনাল বা নোটিফিকেশন যেকোন ধরনের সিস্টেম জেনারেটেড এসএমএস এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে।

ছ) টু-ওয়ে এসএমএসঃ গ্রাহক (Subscriber) নিজ থেকে কিংবা এসএমএস প্রাপ্তির পরে প্রতিক্রিয়া প্রদান করে থাকে।

জ) টোল-ফ্রি এসএমএসঃ ক্রেতা প্রতিষ্ঠান (Customer) এর চাহিদা অনুযায়ী গ্রাহকের উপর কোন বিল ধার্য হবে না, যা ক্রেতা প্রতিষ্ঠান প্রদান করে থাকে।

ঝ) সেন্ডার-আইডি/মাস্কিংঃ সর্বোচ্চ ১১ অক্ষরের নাম, যা ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে তার নাম বা ব্র্যান্ড কে টেক্সট এসএমএস এর মাধ্যমের গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে পারে। মাস্কিং টেক্সট এসএমএস শুধুমাত্র ওয়ান-ওয়ে এসএমএস হয়ে থাকে।

ঞ) গ্রুপ ভিত্তিক এসএমএসঃ কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট এলাকা/ পেশা/ ধর্মীয়/ শিক্ষামূলক/বয়সভিত্তিক গ্রুপ/নির্বাচনী ইশতেহার/ভোট চাওয়া ইত্যাদি সাধারন এসএমএস হিসেবে গন্য হবে।

ট) অন্যান্য এসএমএসঃ পারসন টু পারসন (P2P) এসএমএস ব্যতিরেকে তথা মেশিন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত (Machine Generated) সকল এসএমএস A2P এসএমএস হিসেবে গন্য হবে।

৪। শিরোনামঃ

"এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (এসএমএস এগ্রিগেটর) এর তালিকাভুক্তির নির্দেশিকা"

৫। আবেদনঃ

৫.১। এই নির্দেশিকাটি A2P এসএমএস এগ্রিগেটরদের জন্য প্রযোজ্য, যার দ্বারা বাংলাদেশে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ব্যক্তিগণের মেশিন জেনারেটেড (টেক্সট ও ভয়েস) A2P এসএমএস এগ্রিগেটর কর্তৃক পরিচালিত হতে পারবে।

৫.২। এই নির্দেশিকাটি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এবং কমিশনের ইস্যু করার দিন থেকে কার্যকর হবে।

৬। সংশ্লিষ্ট আইন এবং বিধিঃ

সকল আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং A2P এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তকরণের জন্য প্রযোজ্য যা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে তা নিম্নরূপঃ

৬.১। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১০)।

৬.২। যে সকল বিষয়াদি বাংলাদেশ টেলিযোগযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১০) এর আওতাভুক্ত নয় সে সকল বিষয়াদির ক্ষেত্রে ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি আইন, ১৯৩৩ এবং টেলিগ্রাফ আইন, ১৮৮৫ এর কোন ধারা, উপধারা বা বিধি প্রযোজ্য হবে।

৬.৩। জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন বা অধ্যাদেশ এবং সরকার কর্তৃক প্রণীত বা প্রণীতব্য কোন বিধি বা আইন।

৬.৪। আইন / বিধি/ গাইডলাইন / নির্দেশাবলী এবং কমিশন কর্তৃক এই নির্দেশিকার অধীনে জারিকৃত সিদ্ধান্তসমূহ।

৬.৫। এই নির্দেশিকার কোন নির্দেশনা বিটিআরসি হতে জারীকৃত কোন লাইসেন্স/গাইডলাইনের কোন অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হলে, জারীকৃত লাইসেন্সের শর্তই প্রযোজ্য হবে।

৭। এসএমএস এগ্রিগেটর এর জন্য নিবন্ধনঃ

সরাসরি আবেদনের মাধ্যমে সমস্ত শর্তাবলী পূরন সাপেক্ষে কমিশন A2P এসএমএস এগ্রিগেটরকে তালিকাভুক্তি (Enlistment) সনদ প্রদান করা হবে।

৮। তালিকাভুক্তকরণের সময়কালঃ

মোট তিন (০৩) বছরের জন্য তালিকাভুক্তি সনদ দেয়া হবে যা প্রতি তিন (০৩) বছর পর পর নবায়ন করতে হবে।

৯। যোগ্যতাঃ

৯.১। বাংলাদেশে রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কর্পোরেশন (RJSC) কর্তৃক নিবন্ধিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।

৯.২। বিদেশি / বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান যাদের বাংলাদেশে রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ কর্তৃক তালিকাভুক্তি ও বাংলাদেশী ট্রেড লাইসেন্স ও ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার রয়েছে।

৯.৩। একক ব্যক্তি (বাংলাদেশী এবং এনআরবি) যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিবন্ধিত হতে হবে।

৯.৪। ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রোপাইটারশীপ সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

৯.৫। যেকোনো প্রতিষ্ঠান যা কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত।

১০। অযোগ্যতাঃ

১০.১। একজন আবেদনকারী তালিকাভুক্তির অযোগ্য হবেন, যদি-

১০.১.১। মাতাল/পাগল হলে;

১০.১.২। বাংলাদেশের প্রচলিত কোন আইনের দ্বারা আদালত কর্তৃক নুন্যতম দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত হলে এবং এইরকম কারাবাস থেকে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে ০৫ (পাঁচ) বছর সময় অতিবাহিত না হলে;

১০.১.৩। যে কোন আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে এবং দেউলিয়া হওয়ার দায় থেকে তাকে ছাড় দেওয়া না হলে;

১০.১.৪। বাংলাদেশ ব্যাংক বা কোন আদালত বা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের খেলাপী ঋণগ্রহীতা হিসাবে তাকে চিহ্নিত বা ঘোষিত করা হলে;

১০.১.৫। কমিশনের আদেশে বা কমিশন কর্তৃক বিগত ০৫ বছর সময়কালের মধ্যে অন্য কোন লাইসেন্সের টেলিযোগাযোগ সেবা স্থগিত হয়ে থাকলে।

১০.১.৬। ANS অপারেটরসমূহ (MNO, IPTSP এবং PSTN) সহ MNP সার্ভিস প্রোভাইডার, A2P এসএমএস এগ্রিগেটর এর জন্য তালিকাভুক্তির আবেদন করতে পারবে না।

১১। পরিচালনা কাঠামো পরিবর্তনঃ

১১.১। তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কাঠামো পরিবর্তন এর পূর্বে কমিশনকে অবহিত করতে হবে। কমিশনকে অবহিতকরণ ব্যতীত কোনরূপ পরিবর্তন গ্রহনযোগ্য হবে না।

১১.২। কমিশনের অনুমোদন ব্যতিত কোনো নতুন শেয়ার হস্তান্তর এবং মালিকানা পরিবর্তন করা যাবে না।

১২। তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকার প্রাপ্যতাঃ

A2P এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকাটি বিটিআরসি'র ওয়েবসাইটে www.btrc.gov.bd তে পাওয়া যাবে।

১৩। আবেদন পত্রঃ

- পরিশিষ্ট – ক

১৪। তালিকাভুক্তকরণের এর জন্য আবেদনের সাথে জমা প্রদানকারী ডকুমেন্টস এর তালিকাঃ

- পরিশিষ্ট – খ

১৫। তালিকাভুক্তি সনদঃ

- পরিশিষ্ট – গ

১৬। আবেদনপত্র প্রক্রিয়াঃ

১৬.১। আবেদনপত্রটি (পরিশিষ্ট–ক) যথাযথভাবে পূরণ করে আবেদিত প্রতিষ্ঠানের লেটারহেড প্যাডে প্রিন্ট করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও নোটারিকৃত হলফনামা (পরিশিষ্ট-ঘ) সহ জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র ও সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কাগজপত্র প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তি দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে।

১৬.২। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান আবেদন ফি / প্রক্রিয়া ফি হিসেবে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) (ভ্যাট ও ট্যাক্স ব্যতীত) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বরাবর যেকোনো তফসিলী ব্যাংক থেকে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট বা পে অর্ডার এর মাধ্যমে প্রদান করবে।

১৬.৩। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত প্রক্রিয়াকরন ফি কমিশনের অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগে জমা প্রদান করে তার কপিসহ আবেদনপত্র ও দলিলাদি ই-নথির মাধ্যমে জমা প্রদান করবেন।

১৬.৪। সকল প্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রাপ্তি সাপেক্ষে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত তথ্যাদি যাচাই বাছাই করার জন্য কমিশন কর্তৃক মনোনীত মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অফিস স্থাপনা পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শন শেষে কমিশনের কাছে উপযুক্ততা প্রসঙ্গে রিপোর্ট প্রদান করবেন। পরিদর্শন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক তালিকাভুক্তকরনের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৭। সিস্টেমস্ এবং সার্ভিসেসঃ

১৭.১। এগ্রিগেটরদেরকে A2P এসএমএস সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কমিশন থেকে প্রদত্ত নির্ধারিত আন্তঃসংযোগ মডেল (Interconnection Infrastructure for A2P SMS) অনুযায়ী সংযোগ স্থাপন করতে হবে। আন্তসংযোগের একটি SLA থাকবে এবং SLA এর আওতায় A2P এসএমএস এগ্রিগেটরকে ANS অপারেটরগণ ২৪/৭ সেবা প্রদান করবে। কমিশন হতে এ সংক্রান্ত SLA প্রকাশ করা হবে।

১৭.২। তালিকাভুক্ত এগ্রিগেটরদেরকে কমিশন থেকে প্রদত্ত নির্ধারিত ট্যারিফ অনুযায়ী A2P এসএমএস সেবা প্রদান করতে হবে।

১৭.৩। তালিকাভুক্ত এগ্রিগেটরদেরকে বর্নিত সেবাটি প্রদানের জন্য ANS অপারেটর এবং MNP সার্ভিস প্রোভাইডারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে।

১৭.৪। তালিকাভুক্ত A2P এগ্রিগেটরগণ ANS অপারেটরসমূহের (MNO, IPTSP এবং PSTN) মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে মাস্কিং এসএমএস সেবা প্রদানে প্রাধান্য দিবে। তবে, সকল ANS অপারেটরের মাধ্যমে মাস্কিং এসএমএস প্রেরণের কারিগরী সক্ষমতা অর্জন এবং নতুন নির্দেশনা প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত নন-মাস্কিং এসএমএস সার্ভিস প্রদান অব্যাহত থাকবে।

১৭.৫। ANS অপারেটরগণ একই প্রতিষ্ঠানের এসএমএস প্রেরণের ক্ষেত্রে মাস্কিং এর প্রয়োজনীয় কাগজাদি গ্রহণ সাপেক্ষে একই মাস্কিং keyword একাধিক এগ্রিগেটরকে প্রদান করতে পারবে যাতে করে কোন ANS অপারেটর এককভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে একক এগ্রিগেটর এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট মাস্কিং keyword সংরিক্ষিত রেখে ব্যবসা করে মনোপলি তৈরি করতে না পারে।

১৭.৬। ANS অপারেটরসমূহ পরস্পরের সাথে আন্তঃসংযোগ ঘটিয়ে সেন্ডার-আইডি/মাস্কিং করে ওয়ান-ওয়ে এসএমএস প্রদান করতে পারবে না।

১৭.৭। এগ্রিগেটরকে তার মূল সিস্টেমটি বাংলাদেশের ভূখন্ডে স্থাপন হবে এবং ব্যাকআপ (DR site) হিসেবে বাংলাদেশে স্থাপিত ডেটা সেন্টারের সাথে যুক্ত হয়ে ক্লাউড সার্ভিস ব্যবহার করতে পারবে।

১৭.৮। এগ্রিগেটর প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত এসএমএস সেবাসমূহ প্রদান করতে পারবেঃ

১৭.৮.১। A2P এসএমএসঃ টেক্সট, ওয়ান ওয়ে, এককালীন পাসওয়ার্ড (OTP), পিন কোড, প্রমোশনাল নোটিফিকেশনাল ও গ্রুপ ভিত্তিক এসএমএস ইত্যাদি।

১৭.৮.২। এগ্রিগেটররা এই তালিকাভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের জণসাধারণকে আরও উন্নততর এসএমএস পরিষেবা প্রদানের জন্য যে কোন বৈধ এবং তালিকাভুক্ত (রেজিস্টার্ড) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান / কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান / শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান / সরকারী প্রতিষ্ঠান/ সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ কার্যক্রম পরিচালকনা করছে এরুপ বিদেশী প্রতিষ্ঠানের কাছে A2P এসএমএস পরিষেবা প্রদান করতে পারবে।

১৭.৮.৩। সকল প্রকার A2P এসএমএস অবশ্যই "বাংলা" ভাষায় প্রেরণ করতে হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বিটিআরসির পূর্বানুমতি নিয়ে ইংরেজী অক্ষর/শব্দ/অ্যাপ্লিকেশন (ওটিপি/প্রমো কোড/ব্র্যান্ড) প্রেরণ করা যাবে।

১৭.৯। ধর্মীয় উস্কানীমূলক ও রাষ্ট্রবিরোধী এসএমএস সাধারন জনগণের কাছে পৌছানো থেকে বিরত রাখতে এবং সামাজিক অস্থিরতা রোধ করতে A2P এসএমএস এগ্রিগেটরদের বিটিআরসি হতে এসএমএস এর কন্টেন্ট ভেটিং করতে হবে। এছাড়াও মোবাইল অপারেটর ও এগ্রিগেটর উভয়ের নিজস্ব একটি ফিল্টারিং ব্যবস্থা থাকতে হবে; যাতে কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত এসএমএস গ্রাহকের কাছে না পৌছায়। কমিশনের অনুমোদন ব্যতীত প্রেরিত এসএমএস এর জন্য এগ্রিগেটর এবং সংশ্লিষ্ট মোবাইল অপারেটররা দায়বদ্ধ থাকবে।

১৭.১০। ANS ও এগ্রিগেটর উভয়কেই সুষ্ঠুভাবে অর্থ ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য বিলিং সিস্টেম স্থাপন করতে হবে।

১৭.১১। বিটিআরসি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, এনটিএমসি এবং তদন্ত কিংবা অডিট-সম্পর্কিত কার্যক্রমের প্রয়োজনে এগ্রিগেটরকে অবশ্যই ০২ (দুই) বছর পর্যন্ত গ্রাহকের এসএমএস কন্টেন্ট এবং লগ সংরক্ষণ করতে হবে।

১৮। বাধ্যবাধকতাঃ

১৮.১। 'Port Correct' এর জন্য এগ্রিগেটরগণ মোবাইল অপারেটরের গ্রাহকগণকে এসএমএস প্রেরণের পূর্বে dipping/look up এর জন্য ডিপিং প্ল্যাটফর্মের সাথে ডেটা কানেক্টিভিটির মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করবে/করতে পারবে।

১৮.২। ANS অপারেটর (MNO, IPTSP এবং PSTN) কমিশনের তালিকাভুক্ত এসএমএস এগ্রিগেটর ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট A2P এসএমএস বিক্রয় করতে পারবে না। ANS অপারেটর সনদধারী এগ্রিগেটরকে সরাসরি সংযোগ প্রদান করবে, কোন তৃতীয় পক্ষ বা অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নয়।

১৮.৩। তালিকাভুক্ত এসএমএস এগ্রিগেটরসমূহ এই পরিষেবার সাথে অর্জিত তহবিল/রাজস্ব বাংলাদেশের বাইরে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রচলিত বিধি বিধান অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ, সংস্থার মূলধন / তহবিল / রাজস্ব (কমিশন, ফি, পরিষেবা চার্জ, লভ্যাংশ বন্টন ইত্যাদি) বাংলাদেশের বাইরের কোনও ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে প্রেরণ/ স্থানান্তর করতে হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

১৮.৪। ধর্মীয় উস্কানীমূলক ও রাষ্ট্রবিরোধী এসএমএস এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা হতে পারে এরুপ কোন এসএমএস প্রেরণ করা যাবে না।

১৮.৫। 'সাধারন এসএমএস' প্রেরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয়/স্থানীয় নির্বাচনের কোন প্রার্থী কোন নির্দিষ্ট দল ও মার্কা উল্লেখ করে ভোট চাওয়ার জন্য এসএমএস প্রেরণ করতে পারবে না, তবে উক্ত প্রার্থী নির্বাচিত হলে তাঁর এলাকার জনগণের জন্য কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করবে তা উল্লেখ করে এসএমএস প্রদান করতে পারবেন।

১৮.৬। ANS অপারেটর (MNO, IPTSP এবং PSTN) হতে A2P এসএমএস ক্রয় করে এগ্রিগেটরগণ তৃতীয় পক্ষের সহায়তায় কোনো প্রতিষ্ঠানকে A2P এসএমএস সেবা প্রদান করতে পারবে না এবং কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ডিস্ট্রিবিউটর, রিসেলর ও সাবরিসেলর হিসেবে নিয়োগ দিতে পারবে না।

১৮.৭। এগ্রিগেটরগণ ANS অপারেটরসমূহের মাধ্যমে A2P এসএমএস প্রেরণের পূর্বে প্রমোশনাল ও ট্র্যাঞ্জেকশনাল এসএমএস পৃথক করবে এবং ট্র্যাঞ্জেকশনাল এসএমএসগুলো TAG বা Flagging করবে, যেন ট্র্যাঞ্জেকশনাল এসএমএসসমূহ Do Not Disturb (DND) সার্ভিসের আওতামুক্ত থাকে।

১৯। ফি এবং চার্জঃ

১৯.১। A2P এসএমএস এগ্রিগেটর তালিকাভুক্তির জন্য আবেদনকারীকে নিম্নলিখিত ছকে উল্লেখিত চার্জ প্রদান করতে হবে। (চার্জসমূহ ভ্যাট এবং সরকার কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য কর ব্যতীত)

আবেদন ও প্রক্রিয়াকরণ চার্জ/ফি	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা)
তিন বছরের জন্য তালিকাভুক্তি চার্জ/ফি	৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা)
নবায়ন চার্জ/ফি (পরবর্তী তিন বছরের জন্য)	৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা)
রেভিনিউ শেয়ারিং	বার্ষিক নিরীক্ষিত মোট আয় থেকে ৫.৫% (পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ শতাংশ)
সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল	বার্ষিক নিরীক্ষিত মোট উপার্জনের ০১% (এক শতাংশ)

১৯.১.১। তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় চার্জ প্রদান করবে যা অফেরতযোগ্য এবং বাংলাদেশের যে কোনও তফসিলী ব্যাংক থেকে ব্যাংক ড্রাফট বা পে অর্ডার এর মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিযোগযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের অনুকূলে জমা প্রদান করবে।

১৯.১.২। **তালিকাভুক্তি ফিঃ** A2P এসএমএস পরিসেবা প্রদানের তালিকাভুক্তি চার্জ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা) । আবেদনকারীকে তালিকাভুক্তি চার্জের সাথে প্রযোজ্য ভ্যাট প্রদান করতে হবে।

১৯.১.৩। **নবায়ন চার্জ/ফিঃ** এসএমএস এগ্রিগেটরের এনলিস্টমেন্ট নবায়ন চার্জ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা)। তালিকাভুক্ত এগ্রিগেটরগনকে পঞ্চম বছরে শেষে পরবর্তী তিন (০৩) বছরের জন্য এনলিস্টমেন্ট সনদ নবায়ন করতে হবে। আবেদনকারীকে নবায়ন চার্জের সাথে প্রযোজ্য ভ্যাট প্রদান করতে হবে।

১৯.১.৪। **কমিশনের সাথে মোট রেভিনিউ শেয়ারিংঃ** A2P এসএমএস এগ্রিগেটরগণ সনদপত্র গ্রহণকালে তালিকাভুক্তি ফি প্রদানের পরবর্তী প্রথম বৎসরে ০% হারে কমিশনকে রেভিনিউ শেয়ারিং প্রদান করবে। দ্বিতীয় বছর থেকে, প্রত্যেক ত্রৈমাসিক অন্তর কমিশনের সাথে প্রথম ১০ (দশ) খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার দিবসের মধ্যে বার্ষিক নিরীক্ষিত মোট আয়ের ৫.৫% (পাঁচ দশমিক পাঁচ শতাংশ) রেভিনিউ শেয়ার করবে।

১৯.১.৫। **সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলঃ** বার্ষিক নিরীক্ষিত মোট আয়ের ০১% (এক শতাংশ) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতিটি ত্রৈমাসিকের শেষে ১০ (দশ) খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার দিবসের মধ্যে সামাজিক বাধ্য দায়বদ্ধতা ফি/চার্জ হিসাবে প্রদান করবে।

১৯.২। **বিলম্ব ফিঃ** অনুচ্ছেদ-(১৯.১.১-১৯.১.৫)-এ বর্ণিত ফি ও চার্জ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করতে হবে। এগ্রিগেটরগন ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ১৫% (পনের শতাংশ) হারে বিলম্ব ফি সহ বকেয়া পরিশোধ করবে। নির্ধারিত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে যদি বকেয়া প্রদানে ব্যর্থ হয় তবে প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি বাতিল করা হবে ও আইনের বিধান অনুসারে কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২০। তালিকাভুক্তি বাতিলকরনঃ

২০.১। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কমিশন A2P এগ্রিগেটরের তালিকাভুক্তিকরন বাতিল, স্থগিত এবং জরিমানা আরোপ করতে পারে। এগ্রিগেটরগন বাংলাদেশ টেলিযোগযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত) এর আওতায় দায়বদ্ধ থাকবে:

২০.১.১। তালিকাভুক্তি সনদপত্র প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত কোনও তথ্য ভুল / মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলে;

২০.১.২। কমিশনের পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন শেয়ার হস্তান্তর/মালিকানা পরিবর্তন জারি করা হলে;

২০.১.৩। নির্দেশিকা অথবা তালিকাভুক্তি সনদপত্রের কোনও শর্ত লঙ্ঘিত হলে;

২০.১.৪। বাংলাদেশের সুরক্ষা, অখন্ডতা, সার্বভৌমত্ব বা স্থিতিশীলতার জন্য ক্ষতিকারক বা অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্ষতিকারক যে কোনও অবৈধ কার্যকলাপের সাথে জড়িত কারো কাছে তথ্য প্রকাশ বা প্রকাশের সাথে জড়িত থাকলে;

২০.১.৫। শৃংখলাভঙ্গজনিত তালিকাভুক্ত এসএমএস এগ্রিগেটরের ব্যবসায়িক কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হলে;

২০.১.৬। কমিশনকে রাজস্ব ভাগ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও আর্থিক উপার্জন বা তার গ্রাহক অথবা কমিশনের কোনও প্রাসঙ্গিক তথ্য গোপন করলে বা কমিশনের কাছে কোনও ভুল তথ্য সরবরাহ করলে বা যে কোনও প্রতারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করলে;

২০.১.৭। বিটিআরসি নির্ধারিত এসএমএস রাউটিং টোপোলজি (SMS Routing Topology) অনুসরন না করা হলে।

২০.১.৮। অন্য যে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে;

২১। অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমঃ

২১.১। কমিশন নিম্নলিখিত যে কোনও বিষয়ে এগ্রিগেটরকে নির্দেশনা জারি করতে পারে:

২১.১.১। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত) এর বিধানাবলী মেনে চলার উদ্দেশ্যে তালিকাভুক্তির অধীনে পরিষেবাদি সরবরাহের ব্যয় সনাক্তকরণের লক্ষ্যে যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন এবং গ্রহণ করতে পারবে ।

২১.১.২। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত) এর বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ জাতীয় বিষয়ে সময়ে সময়ে প্রতিবেদন বা অন্যান্য ফর্ম বা পদ্ধতি কমিশন হতে প্রদান করা হবে।

২০.১.৩। অন্য যে কোন যুক্তিসঙ্গত বিষয়ে।

২১.২। নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান আবশ্যিকভাবে ৩০ দিনের আর্থিক তথ্য অনলাইনে এবং ৬ মাসের তথ্য ব্যাক এন্ডে রাখবে। তথ্যসমুহের মধ্যে ব্যবহারকারি প্রতিষ্ঠান (ক্লায়েন্ট) এর তথ্যসমূহ উল্লেখযোগ্য। এগ্রিগেটর ব্যবহারকারি প্রতিষ্ঠান (ক্লায়েন্ট) কে সেবা গ্রহনের বিপরীতে সিস্টেম জেনারেটেড ইনভয়েস (ইমেইল অথবা হার্ড কপি) প্রদান করবে।

২১.৩। এগ্রিগেটর সেবা ব্যবহারকারি প্রতিষ্ঠান (ক্লায়েন্ট) কে চাহিবা মাত্র সর্বোচ্চ ৯০ দিনের অফলাইন তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে।

২২। মনিটরিং সিস্টেমঃ

২২.১। এগ্রিগেটরগণ মনিটরিং এর জন্য অনলাইনের মাধ্যমে কমিশনকে সিস্টেমে প্রবেশাধিকার প্রদান করবে। কমিশন কোন পূর্ব নোটিশ না দিয়ে যে কোন সময় কারিগরী সিস্টেমসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবে। কমিশন সময়ে সময়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য কমিশনে জমা দেওয়ার জন্য A2P এসএমএস এগ্রিগেটরকে নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

২২.২। এগ্রিগেটর প্রান্তে স্থাপিত কোর সিস্টেম এর হেলথ চেক আপ এর জন্য মনিটরিং সিস্টেম বসাতে হবে। যেকোন ডাউনটাইম ইমেইল অথবা এসএমএস এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বা বহির্মুখ ব্যবহারকারিকে অবহিত করতে হবে।

২২.৩। ANS অপারেটর এর কারিগরী ত্রুটিজনিত কারনে এসএমএস প্রেরণ করতে ব্যর্থ হলে সংযুক্ত সকল এগ্রিগেটর কে ইমেইল ও এসএমএস এর মাধ্যমে ত্রুটির সময়, কারন ও সময়কাল অবহিত করবে যা এগ্রিগেটর তার ক্লায়েটকে জানাবে।

২২.৪। সকল এগ্রিগেটরকে প্রতি মাসের প্রথম সাত কার্যদিবেসর মধ্যে ANS এবং এগ্রিগেটরের ক্লায়েন্ট অনুযায়ী বিটিআরসি বরাবর এসএমএস পরিষেবা সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।

২৩। প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক নিরীক্ষাঃ

২৩.১। কমিশন যেকোন সময়ে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের কারিগরি ও আর্থিক নিরীক্ষা করতে পারে। কমিশন থেকে নির্ধারিত নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কারিগরী ও আর্থিক নিরীক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

২৩.২। নিবন্ধিত এগ্রিগেটর প্রতিষ্ঠান কমিশনকে বাৎসরিক নিরীক্ষা রিপোর্ট প্রদান করবে। নিরীক্ষা রিপোর্ট প্রদানে গাফিলতি অথবা অক্ষমতা থাকলে কমিশন এগ্রিগেটরের তালিকাভুক্তি স্থগিত/বাতিলের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

২৪। বিবিধঃ

২৪.১। ANS অপারেটরসমূহ তাদের লাইসেন্স কন্ডিশন অনুযায়ী P2P ও অন নেট A2P এসএমএস প্রদান করতে পারবে।

২৪.২। A2P এসএমএস সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত এগ্রিগেটর ব্যাতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই সেবা প্রদান করতে পারবে না।

২৪.৩। এগ্রিগেটরগন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহকে (ব্যবসা / কর্পোরেট / শিক্ষাগত / আর্থিক / একাডেমিক / সরকারী প্রতিষ্ঠান) সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিসেবা পদ্ধতি/ব্যবসার ধরন, ট্যারিফ, পেমেন্ট/রিচার্জ পলিসি, পরিবেশন, পরিষেবা বিবরণ, পরিষেবার অন্যান্য সম্পর্কিত তথ্যগুলি কর্পোরেট-ওয়েববসাইটে প্রকাশ করবে।

২৪.৪। কমিশন পূর্ববর্তী কোন ঘোষণা ছাড়াই এই নির্দেশিকার উল্লিখিত পরিষেবা / শুল্ক / ধারাগুলিতে সংশোধন / পুনর্বিবেচনা করার এখতিয়ার এবং কর্তৃত্ব সংরক্ষণ করে। এছাড়াও কমিশন হতে জারীকৃত যেকোন গাইডলাইন এর শর্ত/নির্দেশিকা সকল এগ্রিগেটর অনুসরন করবে।

২৫। চিঠিপত্র প্রেরণের ঠিকানাঃ

এই নির্দেশিকা সম্পর্কিত সমস্ত চিঠিপত্র, এনলিস্টের জন্য আবেদন জমা দেওয়াসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান বিষয়ে যোগাযোগের ঠিকানা নিম্নরূপঃ

পরিচালক (সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস)
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা -১০০০।
ফোন: +৮৮০ ২ ৯৫৫৪৪৮৯
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯৫৫৬৬৭৭
ই-মেইল: shazeda@btrc.gov.bd

পরিশিষ্ট – ক (আবেদনপত্র)

বরাবর,

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা – ১০০০

দৃঃ আঃ পরিচালক (এসএস)

বিষয়ঃ এসএমএস এগ্রিগেটর এর তালিকাভুক্তির সনদের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিটিআরসি'র এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তি নির্দেশিকার সুত্রানুযায়ী আমরা/আমাদের .... (প্রতিষ্ঠান নাম) কমিশনের এসএমএস এগ্রিগেটর হিসেবে তালিকাভুক্তি সনদ গ্রহণ করতে আগ্রহী। তালিকাভুক্তি নির্দেশিকার শর্তানুযায়ী আমার/আমাদের প্রতিষ্ঠান (নাম) এর পক্ষ থেকে বিটিআরসির আবেদন প্রক্রিয়াক্রণ ফি বাবদ ৫,০০০/- টাকা + ভ্যাট বাবদ ৭৫০ টাকা, মোট ৫,৭৫০/- (পাঁচ হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা) বিটিআরসি অনুকূলে পে অর্ডার/ব্যাংক (নং-......) ড্রাফটের (নং-......) মাধ্যমে প্রদান করা করালাম।

এমতাবস্থায়, এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তি নির্দেশিকার সকল নির্দেশনা মেনে দেশে এসএমএস এগ্রিগেটর হিসাবে তালিকাভুক্তি প্রদান করে বাধিত করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

আবেদনকারী স্বাক্ষর ও সীল

____

নামঃ

প্রতিষ্ঠানঃ

পদবীঃ

মোবাইল নাম্বারঃ

ইমেইলঃ

পরিশিষ্ট – খ (আবেদনের সহিত দাখিলতব্য দলিলাদি)

১. এসএমএস এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তির জন্য প্রতিষ্ঠানের লেটারহেড প্যাডে যথাযথ বিষয় উল্লেখ করতঃ চেয়ারম্যান, বিটিআরসি বরাবর আবেদনপত্র।

২. প্রতিষ্ঠানের হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এর ফটোকপি (সত্যায়িত)।

৩. সর্বশেষ আয়কর প্রদানের সনদপত্রের ফটোকপি ও একই সাথে হালনাগাদ আয়কর রিটার্ণ দাখিলের রশিদ বা ব্যাখ্যা প্রদান (সত্যায়িত)।

৪. মুল্য সংযোজন কর সনদপত্রের ফটোকপি (সত্যায়িত)।

৫. ব্যাংক সলভেন্সি (Sound & Solvent) সনদপত্র (বর্তমান)। ফটোকপি হলে সত্যায়িত হতে হবে।

৬. লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে মেমোরান্ডাম অব এসোসিয়েসন ও আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন এর ফটোকপি (সত্যায়িত)।

অথবা

ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রোপাইটারশীপ সার্টিফিকেট, অথাৎ (নোটারী পাবলিক থেকে ২০০/- টাকার ষ্ট্যাম্পে হলফনামর মূলকপি)

অথবা

পার্টনারশিপের ক্ষেত্রে Registrar of Joint Stock Companies & Firms, Bangladesh তে রেজিষ্ট্রিকৃত সনদ এর ফটোকপি (সত্যায়িত)

৭. কোম্পানী বা ফার্মের ক্ষেত্রে MD/CEO এর প্রোপাইটারশীপের ক্ষেত্রে মালিকের সত্যায়িত জাতীয় পরিচয় পত্র এবং ছবি দাখিল করতে হবে।

৮. TIN এবং BIN

৯. টেকনিক্যাল প্ল্যান ও সিস্টেম কনফিগারেশন।

১০. প্রয়োজনীয় অন্যান্য দলিলাদি।

পরিশিষ্ট-গ

[এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তি সনদ এর নমুনা]

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা - ১০০০

এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএস এগ্রিগেটর
তালিকাভুক্তির সনদ (Enlistment Certificate)

তালিকাভুক্তি নংঃ
তারিখঃ
তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নামঃ
তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাঃ
তালিকাভুক্ত সনদের মেয়াদঃ হইতে......................পর্যন্ত......................

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর তরফ থেকে .... তারিখে প্রাপ্ত আবেদনপত্র ও পত্রের সাথে সংযুক্ত তথ্যাবলিতে সন্তুষ্ট হয়ে এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তির নির্দেশিকার সকল শর্তাবলী প্রতিপালনের শর্তে এগ্রিগেটর প্রতিষ্ঠান .... কে তালিকাভুক্তি সনদ প্রদান করা হলো। এই তালিকাভুক্তকরণের আওতায় এগ্রিগেটর প্রতিষ্ঠান .... যাবতীয় মেশিন জেনারেটেড এসএমএস সংক্রান্ত এক পাক্ষিক তথ্য মূলক সেবা (One-way SMS, Promotional, Transactional, Notification SMS, Voice SMS, Voice MT, IVR ইত্যাদি) প্রদান করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, তালিকাভুক্তি সনদটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রদত্ত হলো।

পরিচালক
সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ
বিটিআরসি

Waheed
02/06/2022
প্রকৌশলী মোঃ আসিফ ওয়াহিদ
উপ-পরিচালক
সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

পরিশিষ্ট-ঘ

<u>হলফনামা</u>

আমি ...., পিতাঃ ...., মাতাঃ..................., স্থায়ী ঠিকানাঃ.............. এই মর্মে হলফ ঘোষণা করছি যে,

১। আমি একক মালিকানা / যৌথ মালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যার নাম (প্রতিষ্ঠানের নাম) এর স্বত্বাধিকারী/পরিচালক (পদবি) হিসাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছি, যাহার নিবন্ধিত ঠিকানাঃ................................।

২। আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, **এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তি ২কাসনদ** এর জন্য আবেদনের সাথে দাখিলকৃত সকল দলিলাদি সঠিক। আমার দাখিলকৃত দলিলাদি ভুল প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ (সংশোধিত) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তা মানতে বাধ্য থাকিব।

৩। আমি সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায় অন্যের বিনা প্ররোচনায় উপরোক্ত হলফনামা প্রদান করলাম।

হলফকারীর স্বাক্ষর

হলফকারী আমার সম্মুখে তাহার নিজ নাম স্বাক্ষর করেছেন।

আমি তাকে সনাক্ত করলাম।